শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, ‘সারাবিশ্বেই শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়ায় ঘাটতি (লার্নিং লস) হচ্ছে। আমাদের এখানেও আছে। করোনাকালে এসব নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে গবেষণা হয়েছে। আমাদের যে লার্নিং গ্যাপ ছিল, তা করোনার সময়ে বাড়েনি। যেটা অনেক দেশে অনেক বেড়েছে।’

advertisement

গতকাল সোমবার রাজধানীর সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে এসএসসি ও সমমানের ফল প্রকাশের সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

advertisement 4

করোনাকালে শিক্ষার্থীরা নিজে শেখার দক্ষতা অর্জন করেছে দাবি করে শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, ‘করোনাকালে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, তা অনেক কাজে এসেছে, বিশেষ করে অ্যাসাইনমেন্ট। প্রায় ৯৩ শতাংশ শিক্ষার্থীর কাছে এটা পৌঁছানো গিয়েছিল। লার্নিং গ্যাপ বাড়েনি। বরং শিক্ষার্থীরা নিজে নিজে শিখেছে। কারণ, অ্যাসাইনমেন্ট করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের পড়তে হয়েছে, বুঝতে হয়েছে, শিক্ষক-অভিভাবকদের সহযোগিতা নিতে হয়েছে। সেলফ লার্নিংয়ের দক্ষতা অর্জন করেছে শিক্ষার্থীরা।’

অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আগামী বছর থেকে শিক্ষার্থী মূল্যায়ন পদ্ধতি বদলে যাচ্ছে। এরই মধ্যে শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। ক্রমাগতভাবে এসব প্রশিক্ষণ চলবে।

ডা. দীপু মনি বলেন, অতিমারীর মধ্যে অনলাইন শিক্ষায় আমরা এগিয়ে গিয়েছি। সফলভাবে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ করানো সম্ভব হয়েছে। সব শিক্ষককে সরাসরি ও অনলাইনভিত্তিক নানা ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া অব্যাহত থাকবে। কাগজের দাম বাড়ার কারণে পাঠ্যপুস্তক তৈরি নিয়ে সংকট তৈরি হয়েছে জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এটি নিয়ে বড় ধরনের বিপর্যয় হবে না। আমরা আশা করি, যথাসময়ে শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দিতে পারব।

advertisement